সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা চাই

সাইখুলুজ্জামান মিনার

২০০৫ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' শব্দটির সঙ্গে আমরা এখন প্রায় সকলেই কমবেশি পরিচিত। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে এ নিয়ে সভা-সেমিনারও কম হচ্ছে না। কিন্তু কিভাবে এই সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়ন করা যাবে? স্বাভাবিকভাবেই এর উত্তরে বলা যায়, যারা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত তাদের মাধ্যমেই এই মহৎ কাজটি সম্পন্ন করতে হবে বা এই লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছতে হবে। ৬ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে পালিত হলো বিশ্ব শিক্ষা অভিযান। বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশের ন্যায় বাংলাদেশও এ উপলক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকারের গণশিক্ষা বিভাগের এবং গণস্বাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে এ বিশাল দায়িত্ব পালন করেছে।

বিশ্বের শতাধিক দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও একই সময়ে হাজার হাজার বিদ্যালয়ে মেয়েশিশুর শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে একই পাঠদান করানো হবে। এবারের শিক্ষা অভিযান দিবসে বাংলাদেশে স্লোগান হলো 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই- মেয়েশিশুর শিক্ষার জন্য জাগো বাংলাদেশ।' বিশ্ব প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্য হলো Hands up for Girls Education-এই স্লোগানকে সামনে রেখে পালিত হতে যাচ্ছে এবারের গ্লোবাল অ্যাকশন উইক ফর এডুকেশন। যে মেয়ে আগামী দিনের 'মা' তার জন্য শিক্ষার অপরিহার্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্নের সুযোগ নেই। দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য মেয়েশিশুকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হলো, আমরা ক'জনে বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছি। আমরা অনেক কথা বলবো, অনেক সিদ্ধান্ত নেব কিন্তু কোনো সঠিক ফল পাওয়া যাবে না যদি আমরা বিষয়টি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে না পারি। বিশেষভাবে যারা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত তারা নিজেরাই যদি উদ্বুদ্ধ না হই তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছানো বা কোনো কিছু অর্জন দুরূহ হয়ে পড়বে।

এ কথা সত্য যে, শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের মতো দেশে ২০০৫ সালে সবার জন্য নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য ও কঠিন কাজ। কিন্তু তাই বলে এই সময়ের মধ্যে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না তা ঠিক নয়। আমাদের 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা' এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল কর্মপরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে 'সবার জন্য শিক্ষা' ২০০৫ সালের মধ্যে নিশ্চিত করার কথা থাকলেও বিভিন্ন বাস্তবতার নিরিখে তা ২০১৫ সালের মধ্যে মানসম্মতভাবে নিশ্চিত করার জন্য টার্গেট বছর ধরা হয়। ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনের ঘোষণা ২০১৫ সালের ঘোষণায় কিছুটা হলেও মুখ থুবড়ে পড়েছে। আবার ওই টার্গেটের ৩টি বছর প্রায় আমরা অতিক্রম করে ফেলেছি। এ অবস্থায় হাতে গোনা কয়েকটি সংগঠন, সরকারের গতানুগতিক চলমান ধারায় আমরা যে বেশিকিছু অর্জন করতে পারবো না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবুও আশার বিষয় যে আমাদের দেশে কিছুটা হলেও আমরা অর্জন করেছি, আর যা কিছু অর্জন তা হলো ছাত্রছাত্রী ভর্তি অগ্রগতি বা Enrollment. আশা করা হচ্ছে, এবার গ্লোবাল ক্যামপেইন ফর এডুকেশন উইক-এ অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গিনেস রেকর্ড বইয়ে এবারের অংশগ্রহণ স্থান করে নেবে। গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহকে সামনে রেখে আমরা যদি বিভিন্ন সংগঠন, সরকার এবং মিডিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে না পারি- তবে পৃথিবীতে যতো বৃহৎ সমাবেশ হোক না কেন, কোনো মৌলিক লাভ আমাদের হবে না। সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে যদি সহযোগিতা, উৎসাহ পাওয়া যায় তা হলে হয়তো আমরা উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কিছুটা হলেও লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো। আর এজন্য এখনই বিশেষভাবে করণীয় হলো-

১. পারিবারিক পর্যায়ে মেয়েশিশুর জন্য যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে তা রোধ করতে হবে।

২. শিশু তথা মেয়েশিশুর মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. মেয়েদের শিক্ষার জন্য (বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে) যে সকল সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় বাধা আছে তা কমিয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৪. মেয়েদের প্রতি অনভিপ্রেত আচরণ না করা; সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করা।

৫. শিক্ষা কেন্দ্রে মেয়েদের রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. রাস্তায় ছেলেরা যাতে কটূক্তি না করতে পারে সেজন্য স্থানীয়ভাবে কমিটি গঠন করে সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. সবার জন্য শিক্ষা, বাধ্যতামূলক করে আইনের প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগী হয়ে কর্মপরিকল্পনা করলে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সেই মোতাবেক কর্মসূচি গ্রহণ করে যদি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সবার কাছে উপলব্ধি করানো যায়- তবে সেটুকুই হবে আমাদের অর্জন।

সাইখুলুজ্জামান মিনার : এনজিও কর্মী।